# পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা বলেছেন ইন্টারনেট গণতন্ত্র প্রসারে সহায়তা করছে

**ক্যারল ওয়াকার**
**ওয়াশিংটন, ফাইল স্টাফ রাইটার**

**ওয়াশিংটন, ২০শে এপ্রিল** -- যুক্তরাষ্ট্র পররষ্ট্র দপ্তরের অর্থনীতি ও ব্যবসায় ব্যুরোর আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তথ্য নীতি বিষয়ক সমন্বয়ক রাষ্ট্রদুত ডেভিড এ. গ্রস বলেছেন, বর্তমানে সংবাদ ও তথ্যের প্রধান বাহক হিসেবে ইন্টারনেট ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে গেছে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং গণতন্ত্রের বিস্তৃতিকে শক্তিশালী করেছে।

তবে তিনি আরও বলেন, কতিপয় দেশ ভিন্নমত দমন করতে প্রযুক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করছে। গত ১১ই এপ্রিল ওয়াশিংটনে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটের এক সমাবেশে গ্রস বলেন,"আজকের দিনে ইন্টারনেটে প্রবেশের ক্ষেত্রে যে বাধানিষেধ তা ভৌগলিক বা অর্থনৈতিক নয় বরং সরকারিগুলোরই সৃষ্টি।"

গ্রস বলেন যে, বিভিন্ন দেশের সরকার সাধারণভাবে দাবী করে যে, তারা তাদের জনগণকে আরো বেশী ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে চায়। তিনি বলেন, আর তাই যুক্তরাষ্ট্র অবকাঠামো নির্মাণ ও তথ্য লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিশ্বব্যাপী সরকারগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে কাজ করছে।

তিনি বলেন,"সরকারগুলো নিজেরাই তাদের সীমানার মধ্যে ইন্টারনেটসহ সকল প্রকার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। তবে নিয়ন্ত্রণের সাথেই দায়িত্ব আসে।" আইনের শাসন ও প্রগতিশীল নিয়ন্ত্রণমুলক পরিবেশই ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের বৈধ সরকারি কৌশল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তবে ইন্টারনেট সার্স ইঞ্জিন গুগলের ওয়াশিংটন নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা অ্যালান ডেভিডসন বলেন, যোগাযোগের মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

ডেভিডসন বলেন, মাইক্রোসফট, ইয়াহু ! এবং সিসকোর মত তার কোম্পানী বিভিন্ন দেশে পরিচালনার সময় প্রয়োজনীয় সেন্সরশিপ আইনসমূহ মেনে চলে। গুগল চীনে নিষিদ্ধ বিষয়সমুহে বাঁধা প্রদান করে এবং এই কোম্পানী ই-মেইল বা ব্লগ করতে দেয় না যাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হতে পারে। ইয়াহু ! এবং সিসকো গত বছর চীনা কর্তৃপক্ষকে প্রযুক্তি প্রদান করে যা দিয়ে চীনা সাংবাদিক সী তাওকে সনাক্ত করে কারারুদ্ধ করা হয় ।

ডেভিডসন বলেন,"জনগণের যখন অধিক ইন্টারনেটে প্রবেশ ও তথ্যের সুবিধা থাকবে তখন বিশ্ব একটি ভাল জায়গা হবে। আর এ ভাবেই ইন্টারনেট একটি বৈপ্লবিক শক্তি হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারিদের উপর কোন দেশের অবাধ বাক বাধাসমুহ আরোপ করায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গ্রস বলেন,"যুক্তরাষ্ট্র তথ্যের অবাধ প্রবাহ জোরদার করতে অনেক কিছু করে থাকে।" তিনি গ্লোবাল ইন্টারনেট ফ্রিডম টাস্ক ফোর্সের বিষয়টি উল্লেখ করেন। এই টাস্কফোর্স তথ্য লাভের সুযোগকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং ইন্টারনেটে রাজনৈতিক বিতর্কের কণ্ঠরোধ করা অথবা বৈধ ভিন্ন মতালম্বীকে সনাক্ত বা বিচার করার জন্য ইন্টারনেট ড্যাটার ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার উদ্যেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে।

এ সংক্রান্ত রচনা usinfo.state.gov/sa/Archive/2006/Feb/15-989025.html এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

**জিআর/ ২০০৬**

***দ্রষ্টব্য:*** *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*